অরোরা ফিল্মসের

শিশুপর্য্যায়ের নবতম অবদান

দ্বিতীয় পাঠ

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

নিরঞ্জন পাল

ভূমিকায়

ক্যাপ্টেন ভোলানাথ

ও

কুমারী মঞ্জুলা

অরোরা ষ্টুডিওতে

গৃহীত

●

দ্বিতীয় পাঠ

ছোট ছেলেমেয়েদের সব চেয়ে প্রিয় নানা রকমের ছবি। অনেকদেশে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে ছবির মধ্য দিয়ে—সেইজন্য আমরা চেষ্টা করেছি এই ছবির ভিতর দিয়ে দেখাবার কেমন করে আমরা অনেক সময় ছোট ছেলেদের ভুল করে অন্যায় কাজ করতে শেখাই। আশা করি আমাদের এ প্রচেষ্টা সফল হ'বে।

ছোট্ট মেয়ে গীতা গায় গান, কিন্তু তার আট বছরের দাদা ভোলানাথের তা' ভাল লাগে না—সে শোনায় গীতাকে ওস্তাদদের ঘরওয়ানা খাঁটী তেলেনা—গীতা বুঝ্‌তে পারে না যে এ কেমন গান—যাতে নেই মৌমাছি প্রজাপতির কথা—আর ভোলানাথ বলে যে গানে 'তাল' নেই সে গান গানই নয়। যখন তাদের 'তাল' বেতালের মীমাংসা আর কিছুতেই শেষ হয় না, তাদের মা এসে বলেন যা ত ভোলা—তোদের স্কুল বাড়ীর গাছ থেকে গোটা কতক কাঁচা আম নিয়ে আয়—

ছুটল্ দুই ভাই-বোনে স্কুল বাড়ীতে—গাছের তলা থেকে অনেক আম নিয়ে যাবার সময় তাদের নজর পড়ে একটী গাছে, ছোট ছোট পাখীর ছা'না। গাছে ওঠে

ভোলানাথ—স্কুলের শিক্ষয়িত্রী এসে হাজির হন—প্রশ্নের উত্তরে ভোলানাথ বলে—পাখীর ছানাদের সে বাড়ী নিয়ে গিয়ে খুব যত্নে রাখ্‌বে—এখানে তাদের নাকি কষ্ট হচ্ছে। শিক্ষয়িত্রী দুই ভাই-বোনকে ভুলিয়ে বন্ধ কর্‌লেন একটা খাঁচাতে—যার ভিতর ছিল অনেক খাবার - খেলনা, আরও কত কি —

বন্ধ থাক্‌তে ভাল লাগে না ভোলানাথের আর গীতার—তারা কাঁদতে লাগল—

ভোলানাথ বল্‌লে, "দিদিমণি ছেড়ে দাও"……দিদিমণি বলেন— "যে এত খাবার, খেলনা"। গীতা বলে—"চাইনা খাবার খেলনা—মার কাছে যাব"—দিদিমণি বলেন—"মনে রেখো, তোমরাও যেমন ভালবাস তোমাদের মার কাছে থাক্‌তে, ঠিক পাখীরাও তাই চায়—খাঁচায় ভরা পাখী কাঁদে—আর সেই কান্না শুনে আমরা ভাবি পাখী গাইছে গান"……

বেরিয়ে এসে ভোলানাথ বলে "চল্ গীতা—আম নিয়ে বাড়ী যাই"।

দিদিমণি বলেন "না বলে পরের জিনিষ নিলে চুরি করা হয়"।

গীতা বলে—"আম নিলে কেন হ'বে—কাপড়, গয়না এই সব নিলেই চোর হ'বে"—

দিদিমণি বলেন—"না—যে কোনও জিনিষ—এমন কি রাস্তার ছোট ইঁট না বলে নিলে চুরি করা হয়"।

ফির্‌ল্ বাড়ী দুই ভাই-বোনে—মা জিজ্ঞেস করে—"হ্যাঁরে আম কি হ'ল"—

ভোলানাথ বুক ফুলিয়ে বল্‌লে "মা! পরের জিনিষ না বলে নিলে চুরি করা হয়—কি করে তুমি আমায় আম চুরি কর্‌তে পাঠিয়ে ছিলে"—

মা বল্‌লেন—"ঠিকই বলেছিস বাবা—আমরাই তোদের ভুল করে চুরি কর্‌তে শেখাই"—

---

(১)

মৌমাছিরা গুন্‌গুনিয়ে
শুনিয়ে গেল গান।
শাখায় শাখায় সবুজ পাতায়
জাগে নতুন প্রাণ॥
প্রজাপতির রঙীণ্ পাখা
আঁকা বাঁকা ছবি আঁকা।
উড়ে বেড়ায় ফুলে ফুলে
ক'রে মধু পান॥

———

(২)

(ওরে) শোন্‌রে তোরা শোন্‌
নাম ধরে আজ ডাক দিয়েছে
পারুল মোদের বোন ॥
ডেকে বলে জাগো
চম্পা ভায়েরা গো
রোদ উঠেছে তবু কেন ঘুমে অচেতন।
তোরা ছিলি রাজার ছেলে রে, মায়ের মাথার মণি,
কাঁচা সোণার মতন ছিল দেহের লাবণি
সাত ভাই চম্পা জাগো,
ডাক দিয়েছে মাগো,
ঘর হয়েছে পর কেনগো কিসের কারণ ॥

———

বিভিন্ন সমালোচকগণের অভিমত

Amrita Bazar Dated—23-11-40.

The thing I liked best about Abhinaba was that it was a good picture * * *. Yes, Abhinaba is an unexpectedly bright, polished and piquant piece of comedy-drama. * * * It is all highly enjoyable and smart, very effectively on the lines of American comedies.

* * * It is about his regeneration, marvellously well constructed and well directed by Devaki Bose, probably the Shiniest piece of Direction from him so far.

আনন্দ বাজার—২২।১১।৪০। ** সবাক চিত্রের যুগে একখানি নির্ব্বাক চিত্র অভিনব উপায়ে দেখানো হইয়াছে।*** এই প্রচেষ্টা বেশ সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে। ছবিখানি উপভোগ্য হইয়াছে।** অহীন্দ্র চৌধুরীর ভাবাবেগ পূর্ণ সংলাপ ছবিকে আরও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। দ্বিতীয় পাঠ—বেশ উপভোগ্য হইয়াছে।

Hindusthan Standard—22-11-40.—Dwitiya Path * * * teaches how children can be properly teached without the use of cane or terrorising efforts. It is a laudable attempt.

Abhinaba—* * * is challenge to the Talkie films For aided by the commentary the film does not allow any body for one moment to feel that he is witnessing a silent picture.